এবিসি প্রতিবেদন ॥ হইয়াও হইল না শেষ

অজয় দাশগুপ্ত

এবিসির রিপোর্টের পরবর্তী আলোচনা, প্রতিক্রিয়া এখনও মিলিয়ে যায়নি। জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরটি পড়ার পর নানাজাতীয় আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইছে, বিশেষত বাংলাদেশের বাঙালি সমাজে, ই-মেইলে উদ্বিগ্ন দেশপ্রেমী মানুষ সমর্থন জানিয়ে লিখেছেন, রিপোর্টে তথ্য প্রতিবেদনটির অনেক বিষয়েই তাঁরা আমার সঙ্গে সহমত। অর্থাৎ এতে প্রকৃত অবস্থা গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে তথ্যগত জটিলতা ও বিভ্রান্তি রয়েছে। বাংলাদেশের বাঙালিদের দেশপ্রেমজনিত আবেগ এবং ভালবাসায় অভিভূত হয়েছি। কেউ কেউ এও লিখেছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের ক্ষোভ বা প্রতিবাদের সংগঠিত রুপ চাইলেও তাঁরা পিছপা হবেন না। অন্যদিকে দেশজ রাজনীতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জিয়া পরিষদসহ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গসহ অন্য মহলে রয়েছে সমর্থনজনিত প্রতিক্রিয়া। তাঁদের অনেকেই রাজনৈতিক নেত্রী, নেতাসহ প্রগতিশীল মহলের নিরাপত্তাজনিত কারনে উদ্বিগ্ন। তাঁরা বিনা বিচারে অভিযোগহীনভাবে গ্রেফতারকৃত মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ নির্দেষের ব্যাপারে মুখ খুলছেন বটে, ঢালাওভাবে প্রতিবেদনটির সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। অস্ট্রেলিয়া তথা সিডনির বহুল পঠিত ওয়েবসাইটে যদিও ঐ প্রতিবেদনটির সংযোগ জুড়ে দিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদক এর সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয়নি। সাধারন বাঙালিদের অধিকাংশই এ জাতীয় প্রচারে দেশের ভাবমূর্তিসহ বর্তমান প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দূবৃত্তায়নসহ অর্থ আত্মসাতে জড়িত দোষীদের শাস্তি বিঘ্নিত হবার পক্ষে মত দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী গণমাধ্যম এবিসি ও উপস্থাপক ক্যারি ও' ব্রায়ানের ব্যক্তিত্বের কারনে এখানকার প্রশাসনের বাংলাদেশ বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হতেই পারে। এ দূর্ভাবনাও আশংকা যখন দেশপ্রেমী মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তখন বিদেশে বাংলাদেশের অভিভাবক, ভাবমূর্তির রক্ষাকতৃা ও রক্ষণাগার বলে পরিচিত দূতাবাসকে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব, যদি তাঁরা এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকেন তা প্রবাসী বাঙালিকে এখনও জানতে দেয়নি। হাই কমিশনের উচিত ছিলো স্থানীয় বাঙালি মিডিয়াসহ অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষের বরাবরে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে বিষয়টিকে সহজ করে তোলা।বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চা উদ্বিগ্ন তথা গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত না হবার প্রতিবেদনটি প্রচার করা হয়েছে, ফলে এদেরকে বুঝতে দিতে হবে পাশ্চাত্যের একশ' ভাগ সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মদ্যে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে লালু, ভুলু, ফালুর জন্ম হয় না। তাছাড়া খুব সামান্য কারনে জবাবদিহিতার স্বার্থে রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ে অভ্যস্ত অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিবিদরা ভাবতেও পারবেন না স্বচ্ছতা আর জবাব দেয়ার প্রশ্নে আমাদের রাজনীতিকদের অবস্থান কোথায়। বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য আর সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা লালু ফালুদের জন্য দেশটিকে মানবাধিকারের প্রশ্নে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে তুলনা তাই দূর্ভাগ্যজনক। অন্যদিকে প্রকৃত গণতন্ত্র আর রাজনীতির সংস্কার প্রশ্নে সরকারকে বাধ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তাওঅনস্বীকার্য। এবিসির প্রতিবেদনের এ দুয়ের সমন্বয় ঘটেনি বলেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অন্যথায় প্রবাসীরা কোন ধরনের জুলুম বা অগণতান্ত্রিকতা নয়, চায় মুক্ত স্বাধীন চোর বাটপাড়হীন স্বদেশ, এটাই তাঁদের আকাঙ্খা।

dasguptaajoy@hotmail.com